ত্বমেকা ভবানি

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

মাতৃ-আরাধনার প্রথম স্তুতিটি সম্ভবত স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মার। দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই স্তুতিটি আমরা দেখতে পাই। দেশকালের ঊর্ধ্বে সে এক বিষম পরিস্থিতি। ত্রিভুবন তখন প্রলয়পয়োধিজলে মগ্ন। সৃষ্টির পালকপিতা নারায়ণ অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রিত। বিষ্ণুর নাভিকমলে পদ্মাসনে আসীন ব্রহ্মা, একা। এমনই এক প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই সেই অসীম জলরাশির মধ্যে ক্রীড়ারত দুই দানব মধু এবং কৈটভকে। তারা বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ তারাও অযোনিজ নারায়ণের অংশ। জলের মধ্যে খেলতে খেলতে ব্রহ্মাকে দেখতে পেয়ে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করে মধু এবং কৈটভ। তাদের দাম্ভিক আস্ফালনে নিজেকে অরক্ষিত ভেবে অসহায় ব্রহ্মা কাতরস্বরে প্রথমে বিষ্ণুর স্তুতি করেন। যোগনিদ্রাভিভূত শ্রীহরি যখন স্তুত হয়েও প্রবুদ্ধ হলেন না, তখন পুরুষোত্তম ভগবান বিষ্ণুকে যিনি নিদ্রাভিভূত করেছেন সেই আদ্যাশক্তি মহামায়াকে অখিল জগতের শক্তিস্বরূপারূপে স্তব করতে থাকেন ব্রহ্মা। জীবনের এক বিপরীত পরিস্থিতিতে, শক্তির প্রতিযোগিতায় আহূত, অস্তিত্বের সংকটের মুহূর্তে পিতামহ মাতৃ-আরাধনার এই বীজটি বপন করেছিলেন। ওই ব্রহ্মাস্তুতিটি আজ অন্যতম দেবীসূক্তের মর্যাদায় ভূষিত, এবং এক পরম্পরারূপে নিত্যপাঠ্য। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়।

একবার শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী বাগবাজারের ঘাটে গঙ্গাস্নান করে উঠে যখন জপ করছিলেন, এক ভক্ত দূর থেকে অতিমৃদু উচ্চারণে এই ব্রহ্মাস্তুতি আবৃত্তি করতে থাকেন। 'সৌম্যাসৌম্যতরা' ইত্যাদি শ্লোকটি উচ্চারণমাত্র শ্রীশ্রীমা পিছন ফিরে দুহাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা প্রথম চরিত্রে এই স্তবটি পাই। যদিও আক্ষরিকভাবে স্তবটি ভিন্ন কিন্তু ভাবে অভিন্ন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ওই স্তুতির আরাধ্যা দেবী মহাকালী, দশমহাবিদ্যার প্রথম রূপ 'নীলাশ্মদ্যুতি'। ব্রহ্মা 'সর্বজগতাং জননী'-কে স্তুতি করেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধাঋষির বর্ণনায় যিনি "বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।" মহাকালী শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্র।

এটি সৃষ্টির উদ্ভবলগ্নের কথা। দেবীভাগবতের অনুসারে, মধুকৈটভের দেহাংশ (মেদ) দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এই ধরণী। তাই পৃথিবীর অপর নাম 'মেদিনী'। দেবীভাগবতে পাই, ভগবান বিষ্ণু নিজে